তারিখ ... 23 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ২ .....

যুগান্তর

জঙ্গিবাদ প্রসঙ্গে মতবিনিময়

নিবিড় পর্যবেক্ষণে নর্থ সাউথের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

যুগান্তর রিপোর্ট

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেছেন, জঙ্গিবাদ একটা 'মহাজীবাণু'। এই জীবাণুর বিস্তার রোধে আমরা প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিয়েছি। তিনি বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস কোনোভাবেই জঙ্গিদের বিচরণ ক্ষেত্র তৈরির সুযোগ দেয়া হবে না। এ লক্ষ্যে শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

ভিসি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এখন থেকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময়ে শিক্ষার্থীদের কার্ড পাঞ্চ করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী তিন দিন ক্লাসে উপস্থিত না হলে বাবা-মাকে জানানো হবে। এখন থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশ বিষয়ক তিনটি কোর্স পড়তে হবে। ক্লাসে কোনো শিক্ষক যাতে জঙ্গিবাদ সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য দিতে না পারেন, সে বিষয়েও আমরা সজাগ আছি। সাম্প্রতিক বড় দুটি সন্ত্রাসী ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

নিবিড় পর্যবেক্ষণে নর্থ সাউথের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হামলার ঘটনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদের নাম উঠে এসেছে। এমন খবরে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।

সম্প্রতি দেশে বড় দুটি সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দুটি অধিবেশনের মাধ্যমে দু'দিনব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিন পার হয়েছে। জঙ্গি হামলার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জড়িয়ে পড়ায় প্রথম দিনের অধিবেশনে অভিভাবকরা চরম ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, আমাদের সন্তানরা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছে। এ পরিচয়ের কারণে দেশে-বিদেশে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। দেশের ভেতরে পুলিশ হয়রানি করে। বিদেশে কোনো কোনো বিমানবন্দরে বাড়তি জেরা করছে। অনেকেই বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হল নির্মাণ, বাস সার্ভিস চালুর পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথমদিন সকাল ও বিকালে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানগুলো অনলাইন ও ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। দেশ-বিদেশে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা তা দেখছেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) সভাপতি আজিমউদ্দিন আহমেদ ও ভিসি অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। উন্মুক্ত পর্বে অভিভাবকরা আলোচনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশ্ন করছেন।

সকালে উদ্বোধনী পর্বে বিওটি সভাপতি আজিমউদ্দিন আহমেদ বলেন, ক্যাম্পাসের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে সিসিটিভি নেই। লিফটে এবং ক্যাম্পাসের আশপাশের সড়কেও সিসিটিভি আছে। এখানে শুধু লেখাপড়া নয়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও অব্যাহত আছে। জাতীয় দিবসগুলো উদযাপন করা হয়। তিনি বলেন, দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়েছে। এটা শুধু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদের একক ঘটনা নয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও আছে। তবে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জড়িয়ে পড়ার খবরে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে যাতে কেউ না জড়ায় সে ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট থাকব।

ভিসি অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, আপনাদের সন্তানরা যাতে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সে দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। সেই দায়িত্ব আমরা হালকাভাবে নেইনি। আমরা আপনাদের সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছি।

তিনি বলেন, তবে তাদের রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব আপনাদের। ছেলেমেয়েদের এ বয়সটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তারা লম্বা হয়ে গেলেও তাদের শারীরিক এবং মানসিক ভারসাম্য তৈরি হয়নি। তাই তাদের দিকে আপনাদের নজর রাখতে হবে। হঠাৎ করে তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসে কিনা, খেয়াল রাখবেন। তিনি বলেন, তারা অবশ্যই ইন্টারনেটে কাজ করবে। কিন্তু ঘরে তাদের দরজা বন্ধ করতে দেবেন না। কেননা, জঙ্গিরা কম্পিউটারে প্রচারণা চালিয়েও দল ভারির চেষ্টা করে।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, বাবা-মার চেয়ে তোমাদের বড় শুভাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নয়। তাদের অনেকেই এসএসসি পাস হতে পারেন, কিন্তু তারা তোমাদের চেয়ে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অভিজ্ঞ। তাদের কথা মেনে না চললে তোমরা বিপদে পড়বেই।

উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে বেশিরভাগ অভিভাবক বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জাতীয় দিবসের উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠান বাড়ানোর পরামর্শ দেন। এক ছাত্রীর মা বলেন, রাস্তায় পুলিশ নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীদের হয়রানি করছে। অনেকেই নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীদের বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছে না। এ অবস্থায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান।